শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত ‘ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য’,
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’,
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত ‘সারার্থ দর্শিনী’ টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত ‘ভাগবত সুবোধিনী’ গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য
শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত

('কৃষ্ণ লীলা স্তব' শ্লোক সংখ্যা ৪১২-৪১৩)

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযুষ সর্ববেদৈকসৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্‌প্রদ ॥
সর্বভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিত ॥

সমুদ্ররূপী সর্বশাস্ত্রের মন্থনকৃত অমৃতস্বরূপ হে শ্রীমদ্ভাগবত, সমগ্র বেদশাস্ত্রের মুখ্য অপ্রাকৃত ফলস্বরূপ হে শ্রীমদ্ভাগবত, সকল পারমার্থিক সিদ্ধান্ত-রত্নে সমৃদ্ধ হে শ্রীমদ্ভাগবত, সর্বলোকে দিব্যদৃষ্টি প্রদানকারী হে শ্রীমদ্ভাগবত, সকল ভক্ত-ভাগবতদের প্রাণস্বরূপ হে শ্রীমদ্ভাগবত, কলি-অন্ধকার বিদূরন হেতু উদিত আদিত্যস্বরূপ হে শ্রীমদ্ভাগবত, প্রকৃতপক্ষে আপনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তিত রূপ।

পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোস্তু মে ॥

হে শ্রীমদ্ভাগবত আমি আপনাকে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি। আপনার পাঠে পরমানন্দ লাভ হয়, আপনার অক্ষরাবলী পাঠকের উপর প্রেম বর্ষণ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার হে শ্রীমদ্ভাগবত, আপনি সর্বদা সকলের দ্বারা সেব্য।

মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্মদ্গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোস্তু তে ॥

হে আমার একমাত্র বন্ধু, হে আমার সঙ্গি, হে আমার গুরু, হে আমার মহাধন, হে আমার নিস্তারক, হে আমার মহাভাগ্য, হে আমার মহা আনন্দস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, আমি আপনাকে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।

অসাধুসাধুতদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেংমণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর ॥

অসাধুকে সাধুত্ব প্রদানকারী, অতি নীচ জীবকে উত্তোলনকারী হে শ্রীমদ্ভাগবত, কৃপাকরে কখন আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। কৃপাকরে কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে আমার হৃদয় এবং কণ্ঠে স্ফুরিত হোন।

শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণ
শ্রীমদ্ভাগবত ১.১.১-৩ শ্লোকত্রয়ের উপর বিশেষ উপস্থাপনা

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার ॥
(চৈ.চ. আদি ১.২২)

১.১.১ – নমস্কার (ধ্যানরূপ প্রণাম বা ভজন)
বস্তুনির্দেশ (শ্রীধর স্বামিপাদ)

১.১.২ – বস্তুনির্দেশ (শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠতা ও প্রতিপাদ্য বিষয় নিরূপণ)

১.১.৩ – আশীর্বাদ

🕮 ১.১.১ বস্তুনির্দেশ - পরম সত্যের সংজ্ঞা

শ্রী ভাঃ ১.১.১ - [ব্যাসদেব]

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবংপ্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান্ ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয় অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড়জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

🕮 **শ্লোক বিষয়ঃ**

- সম্বন্ধ
- নমস্কার (ধ্যানরূপ প্রণাম বা ভজন)
- বস্তুনির্দেশ (শ্রীধর স্বামিপাদ)

🕮 **ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়** - হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি

🕮 **জন্মাদ্যস্য যতোঃ** - প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ

🕮 **অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ** - প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত

🕮 **স্বরাট্‌** - সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন

🕮 **তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে** - আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন

🕮 **মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ** – এমনকি মহান্ ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন

🕮 **তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো** - ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয় অথবা জলে মাটি দর্শন হয়

🕮 **যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা** - তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড়জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়

🕮 **ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং** - জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন

📖 **সত্যং পরং ধীমহি** - আমি সেই পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি

❋ **পরম সত্যের ভূমিকামূলক সংজ্ঞা**

- একজন ব্যক্তিত্ব, বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ
- সবকিছুর উৎস

❋ **১.১.১ শ্লোকের রূপরেখা**

- পরম সত্যের প্রণাম
- পরম সত্যের সংজ্ঞা
- পরম সত্যের বর্ণনা
- পরম সত্যের তুলনা
  - ★ জীব
  - ★ ব্রহ্মা ও
  - ★ আপেক্ষিক সত্যের সাথে
- পরম সত্যকে পরম ধ্যেয় বস্তু রূপে নিরূপণ
- পরম সত্যের প্রাপ্তি

❋ **পরম সত্যের প্রণাম তিনি একজন ব্যাক্তি –**
"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"

- **কি নির্দেশ করে – শ্রীকৃষ্ণ (বসুদেব ও দেবকী পুত্র)**
  - ★ তথ্যঃ সামবেদ উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা এবং কৃষ্ণ সন্দর্ভ।
  - ★ ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামটিই হচ্ছে মুখ্য।
- **'বাসুদেব' নামটির দ্বিবিধ গুরুত্ব**
  - ★ বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ এবং বাসুদেব-সদৃশ ভগবানের অন্য সমস্ত রূপেরও উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে।
  - ★ বাসুদেব নামটি বিশেষভাবে বসুদেব এবং দেবকীর দিব্য-সন্তানকেই বোঝায়।

❋ **পরম সত্যের সংজ্ঞা সবকিছুর –উৎস - "জন্মাদ্যস্য যতোঃ"**

অনুচ্ছেদ ২ – শ্রীমদ্ভাগবত অমল পুরাণ

- কিভাবে যে সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হয়, তা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুমোদন,
  - ★ কেননা এতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে
- শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমান্বিত ইতিহাস - মহামুনি বেদব্যাস তাঁর দিব্যজ্ঞানের পরিপক্করূপে অবস্থায় এই গ্রন্থটি সংকলন করেন

অনুচ্ছেদ ৩ – শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে

- শ্রীকৃষ্ণই – সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশকর্তা
- সমস্ত অস্তিত্ব ও কার্যের পেছনে ভগবানের বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতি
- নাস্তিকদের মতবাদ খণ্ডন করে

অনুচ্ছেদ ৪ –
দৃষ্টান্ত – কৃত্রিম উপগ্রহ

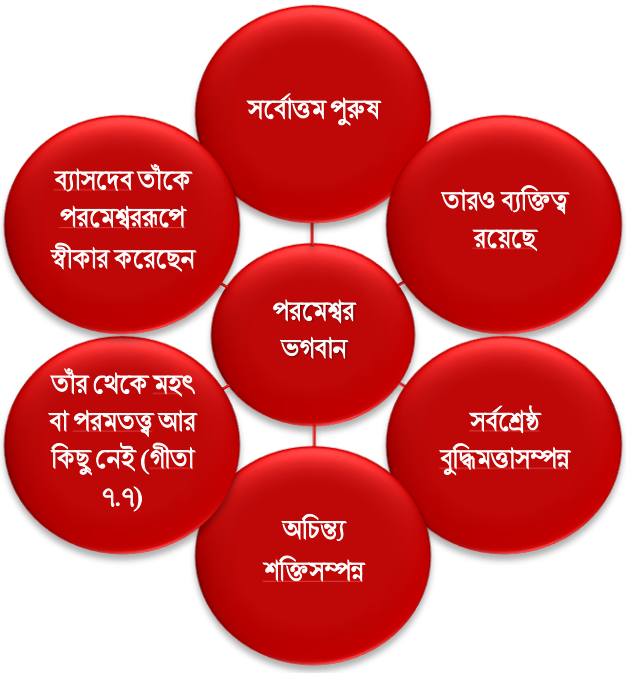

📖 **পরম সত্যের বর্ণনা**
"অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ স্বরাট্"

অনুচ্ছেদ ৭ – দৃষ্টান্ত ১

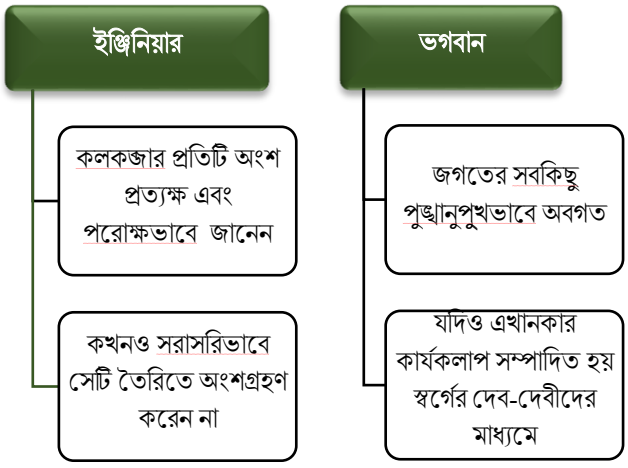

দৃষ্টান্ত ২ – রসায়নবিদের জল তৈরী ভগবানেরই নির্দেশনায়... উপাদানগুলি ভগবানেরই তৈরী।

দৃষ্টান্ত ৩ – ভেদাভেদ তত্ত্ব

ভগবান → সোনার খনি।

জীব → সোনার আংটি।

অনুচ্ছেদ ৮ –

- সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করছে, কিন্তু তারা কেউই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র নয়।
- দেহে যা কিছু ঘটে দেহী তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারে। তেমনই এই সৃষ্টি হচ্ছে সেই পূর্ণ বস্তুর দেহ। তাই এই সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্বন্ধে পূর্ণ পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবগত।

🕮 পরম সত্যের ও জীবের তুলনা - (অভিজ্ঞঃ স্বরাট্)

অনুচ্ছেদ ৯

- কোনও জীবই 'অভিজ্ঞ' অথবা 'স্বরাট' নয়। অর্থাৎ কেউই সম্পূর্ণরূপে সব কিচছু সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় অথবা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নয়। উদাহরণ –
  - **ব্রহ্মা** – তাঁকেও সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে হয়েছিল।
  - **আইনস্টাইন, নাস্তিক**,
  - **মায়াবাদী (নির্বিশেষবাদী)** – অবশেষে ধনী শিষ্যদের হুকুমের গোলামে পরিণত হয়।

🕮 পরম সত্যের ও ব্রহ্মার তুলনা - "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"

অনুচ্ছেদ ৯

- ব্রহ্মা পরম উপাস্য নন
- শ্রীকৃষ্ণই পরম পরিচালক (গীতা ৯.১০)
- শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি থেকে প্রলয় সবকিছুর উৎস
  - তথ্যসূত্রঃ শ্রুতি - স্মৃতি

🕮 পরম সত্যের ও আপেক্ষিক সত্যের তুলনা

অনুচ্ছেদ ৬

- পরম সত্য রয়েছে অপ্রাকৃত জগতে, এই জড় জগতে তার প্রকাশ নেই। অর্থাৎ এখানে সত্য অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে রয়েছে।
- **জড় সৃষ্টি** – একে বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র।
- **এর কারণ** – প্রকৃতির তিনটি গুণের সমন্বয়।
- **এর উদ্দেশ্য** – বদ্ধ জীবের মোহাচ্ছন্ন চিত্তে বাস্তবের কুহক সৃষ্টি করা। এবং তার ফলে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতারাও পর্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েন। **(মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ)**
- **দৃষ্টান্ত** – মরুভূমির বুকে মরীচিকা (প্রকৃত জল অন্য কোথাও রয়েছে)।

🕮 পরম সত্যকে পরম ধ্যেয় বস্তু রূপে নিরূপণ - "সত্যং পরং ধীমহি"

❖ নামভজন প্রভাবে সর্বপাপ মুক্ত ব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয়গণ শ্রবণ কীর্তনোত্থ স্মরণপথকেই ধ্যান বলে জানেন। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

🕮 পরম সত্যের প্রাপ্তি

➢ 'ধীমহি' – গায়ত্রী মন্ত্রের আবাহন।

➢ এই গায়ত্রী মন্ত্র পারমার্থিক প্রগতি সম্পন্ন মানুষদের জন্য।

➢ ধীরে ধীরে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে অবশেষে ভগবানের এই লীলাবিলাসের মাধুর্য আস্বাদন।

➢ কেউ যখন যথাযথভাবে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

➢ তাই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় অথবা যথার্থভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হয়।

➢ এবং তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

🕮 শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা

- **শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা** – ব্যাসদেব। বোপদেব নন।
- **মৎস্য পুরাণ** –
  - ★ শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে এবং তাতে বহু পারমার্থিক নির্দেশের বর্ণনা রয়েছে।
  - ★ তাতে বৃত্রাসুরের ইতিহাস রয়েছে।
  - ★ পূর্ণিমার দিনে এই গ্রন্থটি কাউকে দান করলে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।
- **পদ্ম পুরাণ** – গৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষকে উপদেশ দিয়েছেন - জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আবশ্যক।
- **অন্যান্য পুরাণ** –
  - ★ ১২টি স্কন্ধ
  - ★ ১৮,০০০ শ্লোক

🕮 শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যকারগণ

- ❋ শ্রীল জীব গোস্বামী,
- ❋ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর,
- ❋ শ্রীপাদ বল্লভাচার্য প্রমুখ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত

যাঁরা ঐকান্তিভাবে জ্ঞানের অন্বেষী তাঁরা যেন আরও গভীরভাবে দিব্য জ্ঞান আস্বাদন করার জন্য সেই সমস্ত ভাষ্য পাঠ করার চেষ্টা করেন।

🕮 শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের পন্থা

ভুল পন্থা	সঠিক পন্থা
❁ সরাসরি দশম স্কন্ধে রাস লীলায় প্রবেশ। (অনুচ্ছেদ ৫) ❁ প্রথম ন'টি স্কন্ধ পাঠ না করলে দশম স্কন্ধের প্রভাব উপলব্ধি করা যাবে না। ❁ একটি সাধরণ গ্রন্থের মত অসংলগ্নভাবে এখান থেকে কিছুটা, ওখান থেকে কিছুটা করে পাঠ করা। (মুখবন্ধ)	❁ ধাপে ধাপে ❁ অত্যন্ত সাবধানতার সাথে পাঠ করাই সমীচীন ❁ অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে ❁ অল্প অল্প পরিমাণে পাঠ। (এক নাগাড়ে পড়ে গেলে তাঁর ভাব যথাযথভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।) (মুখবন্ধ)

ভগবৎ-প্রেম

জড়-কাম

❁ **জন্ম-আদি-অস্য** – শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড় কামোন্মত্ততা-রহিত আদি রসের আলোচনা করেছেন।

- সমস্ত জড় সৃষ্টিই কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক যুগে কামই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মূল অনুপ্রেরণা। যেদিকেই তাকানো যায় দেখা যায় যৌন আবেদনের হাত ছানি।
- সুতরাং এই যৌন আবেদন অবাস্তব নয়। তবে তার যথার্থ প্রকাশ হচ্ছে চিৎ জগতে-ভগবদ্ধামে। এই জড় জগতের যৌন জীবন হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন।
- এই জড় জগতের বিকৃত যৌন জীবনের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের বিশুদ্ধ প্রেমের আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। **(অনুচ্ছেদ – ১৩)**

📖 **শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন।**

"অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"
মধ্য ৮.২৬৫

'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনি-গণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে॥
এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপ-শক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনি-গণ॥
অবতার-কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানয়ে ঈশ্বর॥"
মধ্য ২০.৩৫৬-৩৬৩

"অতএব ভাগবত-সূত্রের 'অর্থ'-রূপ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
"সত্যং পরং"-সম্বন্ধ, "ধীমহি"-সাধন-প্রয়োজন॥"
মধ্য ২৫.১৪২,১৪৭

❑ **শ্রীমন্মহাপ্রভু পক্ষে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা কোন ভক্ত এরূপ করেছেন (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক তা উদ্ধৃত হয়েছে)**

📖 **জন্মাদ্যস্য যতোঃ** – যাঁর থেকে আদ্য অর্থাৎ সর্ব অভিধেয়মূল সংকীর্তন রূপে আখ্যায়িত শুদ্ধকৃষ্ণভজন উদ্ভূত বা প্রবর্তিত হয়েছে,

📖 **অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ** –

- **অন্বয়** অর্থাৎ সম্ভোগরসে যিনি স্বয়ং কৃষ্ণরূপে রাধাভাব-মহাভাব সম্যগভাবে পরিজ্ঞাতা এবং
- **ইতর** অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসে যিনি স্বয়ং গৌররূপে নাম-প্রেম-দান, জীবে দয়া, ভক্তমর্য্যাদা রক্ষণ, কৃষ্ণান্বেষন-রূপ সর্বোত্তম কৃষ্ণভজন, এই অর্থ সমূহে সর্বতোভাবে বিজ্ঞ,
- যিনি রূপানুগ রঘুনাথ-কৃষ্ণদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ রাগানুগ ভজন এবং ইতর অর্থাৎ বৈধ ভজন বিস্তার করেছেন

📖 **স্বরাট্** – যিনি,

- বাল্য বয়সে চাপল্যে অদ্বিতীয় ছিলেন,
- পৌগণ্ডে ও কৈশোরে মাতার অপরিসীম বাৎসল্য রসের অদ্বিতীয় আধার রূপে বিলাস করেছিলেন,
- বিদ্যাবিলাস কালে স্বপাণ্ডিত্য প্রতিভা মহিমায় সর্বোচ্চ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করেছিলেন, অথবা
- স্বীয় ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু আজানুলম্বিত ভুজদ্বারা এবং কষিত কাঞ্চনরূপের আভায় অসোমর্দ্ধরূপে প্রোদ্ভাসিত ছিলেন,

📖 **তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে** – যিনি -

- আদি ভক্তমহাকবি **শ্রীশুকদেবের** হৃদয়ে কীর্তনাখ্য ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবতবর্ণনদ্বারা প্রকাশ করেছিলেন ,
- গৌড়ীয় ভক্তের আদি মহাজন **শ্রী-মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের** হৃদয়ে ভক্তিলতা বীজ বপন করে তাঁকে বহুশাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-পল্লবসমন্বিত অপ্রাকৃত কাণ্ডত্রয়াত্মক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধরূপে বিস্তার করেছিলেন,
- প্রকটলীলার পূর্বে আদিরসকবি **শ্রীলীলাশুক বিল্বমঙ্গল** বা **চণ্ডীদাস** বা **বিদ্যাপতি** বা **শ্রীজয়দেবের** হৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা-রসে নিমগ্ন করে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' বা 'পদাবলী' বা 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে লীলাবর্ণন করেছিলেন,
- প্রকটলীলার পূর্বে গৌড়ীয় ভাষার আদি কবি **শ্রীগুণরাজ খাঁ** অর্থাৎ **মালাধরবসুর** হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব প্রকাশ করে তা তাঁর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের উক্তিহেতু তাঁর বংশধর ও গ্রামবাসীদের হৃদয়েও বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন,
- নামরসের আদিরসিক শ্রীনামাচার্য্য **হরিদাস ঠাকুরের** হৃদয়ে শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুশীলন করিয়ে জগতে নামভজন বিস্তার করেছিলেন,
- প্রকটলীলা কালে আদি মধুর রসতত্ত্ব জ্ঞাতা 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' নাটকের রচিতা শ্রীল **রায় রামানন্দের** হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজভাব প্রকট করিয়েছিলেন এবং স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তাঁর মুখে সাধ্য, সাধন ও রসতত্ত্ব কীর্তন করিয়ে প্রচার করেছিলেন,
- গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদিকবি 'উজ্জ্বল-নীলমণি', 'রসামৃতসিন্ধু', 'ললিত' ও 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি রসগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীল **রূপগোস্বামীর** হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন,
- অপ্রকটকালে গৌড়ীয়ভাষার আদি তাত্ত্বিক গৌরচরিত লেখক ব্যাসাবতার মহাকবি **শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের** হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরজন-মাহাত্ম্য উদয় করিয়ে তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থদ্বারা তা বিস্তার করিয়েছিলেন,

📖 **মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ** – যাঁতে -

- নাস্তিক, কুতার্কিক, অধম পড়ুয়াগণ,
- বঙ্গকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্ত-বিরোধী রসাভাস-দুষ্ট ছলকবিগণ,
- সার্বভৌম-প্রকাশানন্দ প্রভৃতির ন্যায় মায়্যাবাদী, অশুদ্ধ-বৈদান্তিকগণ,

- রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ হরি-গুরু-বিদ্বেষি সন্ন্যাসীগণ,
- বল্লভ ভট্ট প্রভৃতির ন্যায় ভক্ত্যেকরক্ষকস্বামী বিরোধী পণ্ডিতগণ,
- কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষী কালা কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্রাহ্মণব্রুবগণ,
- ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট ছলত্যাগীগণ এবং
- কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভিক্ষু পণ্ডিতমন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন,

📖 **তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা** – যাঁতে -

- ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত এই ত্রিতত্ত্ব সত্য,
- ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান – ত্রিবিধ আবির্ভাব, (যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা ...)
- সম্বন্ধ-দেবতা 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম, অভিধেয়-দেবতা 'বিশ্বম্ভর' নাম এবং প্রয়োজন-দেবতা 'গৌর' নাম এক ও সত্য,
- শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এই তিন অভিধেয়-সর্গ সত্য
- ক্ষিতি-অপ-তেজের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আরোপ যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁতে অব্যবহিত সেবা নাম, মিশ্র ব্যবধানরহিত নামাভাস ও ব্যবধানযুক্ত নামাপরাধ - নামভজনে এই ত্রিবিধ বিভিন্নাভিধেয় সত্য হলেও নামাপরাধকে নামাভাস ও নাম, এবং নামাভাসকে 'নাম'-রূপে মিথ্যা কল্পনা,
- অনাত্মধর্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সহজাত কর্মবিদ্ধা, জ্ঞানবিদ্ধা ও অবিমিশ্রা আত্মধর্ম কেবলা ভক্তি – এই ত্রিবিধ অভিধেয়ের মধ্যে শুদ্ধভক্তিকে বিদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলে আরোপ মিথ্যা হলেও সত্য বলে জ্ঞান হয়,
- নাগর বা সম্ভোগবাদ, পঞ্চরাত্রদূষণ বা ভাগবত-বিরোধ ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী অসদাচার – এই তিন অভক্তি-মার্গের আরোপ মিথ্যা,
- যাঁর উপদেশে কৃত্রিম 'তৃণাদপি' দৈন্য, কীর্তনব্যতীত অসিদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণ প্রভৃতি কৃত্রিম চেষ্টা ও চিৎ-জড়রসতত্ত্ব জ্ঞান মিথ্যা,
- যাঁর আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক – এই ত্রিতাপক্লেশানু-ভূতি মিথ্যা,
- যাঁতে কর্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত – এই অভক্তত্রয়ের অনুশীলন মিথ্যা,
- যিনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ও মাথুরমণ্ডল – এই অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভব ধামে লীলা করেন,

📖 **ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং -**

- যাঁতে অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ইন্দ্রিয়প্রীতি কামনারূপ মায়িক অনাত্ম-চেষ্টা আদৌ নাই

📖 **সত্যং পরং ধীমহি –**

- সেই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তিসমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।

📖 **জন্মাদ্যস্য শ্লোকে দশলক্ষণার্থ ভাগবতবিষয়-**

- সর্গ – জন্মাদ্যস্য যতঃ
- বিসর্গ – জন্মাদ্যস্য যতঃ
- স্থান – তেনে
- পোষণ – মুহ্যন্তি
- উতি – জন্মাদ্যস্য যতঃ
- মন্বন্তর – জন্মাদ্যস্য যতঃ
- ঈশানুকথা – জন্মাদ্যস্য যতঃ
- নিরোধ – জন্মাদ্যস্য যতঃ
- মুক্তি – নিরস্তকুহকং, স্বেনধাম্না
- আশ্রয় – সত্যং পরং

📖 **জন্মাদ্যস্য শ্লোক সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মসূত্রসমূহ**

- অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১.১.১
- জন্মাদ্যস্য যতঃ। ১.১.২
- তত্তুসমন্বয়াৎ। ১.১.৪
- সংজ্ঞামূর্তিক্লিপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্বত উপদেশাৎ। ২.৪.২০
- শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ১.১.৩
- ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ১.১.৫
- নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ১.১.১৭
- তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্য-নির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ২.১.১১
- অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ। ১.১.২০

📖 **বেদ শাস্ত্রের তিনটি শাখা**

- **কর্ম শাখা** – হেয়, সসীম, ক্ষণভঙ্গুর
- **জ্ঞান শাখা** – অহেয়, অসীম, নিত্য ফলত্যাগরূপ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান
- **উপাসনা শাখা** – উপাদেয় বৈকুণ্ঠ ও নিত্য সেবা-ময় এবং ভোগ ও ত্যাগের প্রতিযোগী শাখাবিশেষ
- প্রথম দুটি শাখা দ্বারা জগতে কৈতব বহুলরূপে প্রচারিত হওয়ায় নিত্য ধর্ম সম্বন্ধে গ্লানি উৎপন্ন হলে শ্রীভগবান বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

*****শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর 'সারার্থ দর্শিনী' টীকায় এই ১ম শ্লোকের ৫ টি ব্যাখ্যা প্রদান করাছেন যা সংক্ষিপ্তাকারে পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়াও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে দ্বীপ, সূর্য্য, রসময় ফল এবং মোহিনী মূর্তির সাথে তুলনা করেছেন। শ্রীল চক্রবর্তীপাদ প্রদত্ত এই ৫টি ব্যাখ্যায়ও তা দেখা যায়।**

- **দ্বীপ** – ১ম ব্যাখ্যা। (অধ্যাত্মদ্বীপম্ ... শ্রী.ভা. ১.২.৩)
- **সূর্য্য** – ২য় ব্যাখ্যা। (পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ... শ্রী.ভা. ১.৩.৪৩)
- **রসময়-ফল** – (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ব্যাখ্যা)। নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং ... শ্রী.ভা. ১.১.৩
- **মোহিনী মূর্তি** – মোহিনী অবতার যেমন দেবতাদেরকে অমৃত প্রদান করেছিলেন এবং অসুরদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, একইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তদের কাছে এই পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যায় ভক্তিপ্রতিকূল অর্থ প্রকাশ করেন আনন্দ বর্ধন করেন এবং অসুরদেরকে প্রতিকূল অর্থ দ্বারা বিমোহিত করে রাখেন। (শ্রী.ভা. ১২.১৩.১১-১২)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরে টিকা 'সারার্থ দর্শিনী' হতে সংকলিত প্রথম শ্লোকের ৫ টি ব্যাখ্যা -

বাক্যাংশ	১. পরম সত্য	২. কৃষ্ণের রূপ বর্ণন	৩. শ্রীকৃষ্ণ	৪. রাধাকৃষ্ণ	৫. ভক্তিযোগ
জন্মাদ্যস্য যতোঃ	প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ	যিনি বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হয়ে নিজেই নন্দ গৃহে গমন করেন...	যাঁর থেকে আদি শৃঙ্গার রসের জন্ম	যে রাধাকৃষ্ণ হতে শৃঙ্গার রসের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, যাঁরা দুজনেই আদিরস বিদ্যার পরম নিদান	যে ভক্তিযোগ থেকে পরমেশ্বর ভগবৎস্বরূপে ভক্তদের নিকট প্রাদুর্ভূত হন
অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ	নিমিত্ত ও উপাদান কারন		সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে পরিকরগণের সহিতে	যিনি অন্য গোপীদের পরিত্যাগ করে রাসস্থলী হতে যাঁর অনুগমন করেছিলেন	যে ভক্তিযোগের সাথে কর্ম ও জ্ঞান-যোগরূপ অন্যান্য পন্থায় পরমেশ্বরের পরমাত্মা ও ব্রহ্মরূপের সাক্ষৎকার হয়
অর্থেষু অভিজ্ঞঃ	সৃজ্য ও অসৃজ্য বস্তুসমূহের মধ্যে অভিজ্ঞ	কংস বঞ্চনাবিষয়ে কিংবা ব্রজ সম্বন্ধি বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমপ্রকাশ রূপে অভিজ্ঞ	চতুঃষষ্টী-কলাদি রসোপযোগী সমস্ত বস্তুতে যিনি অভিজ্ঞ	যিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রসোপযোগী ধীরললিত ইত্যাদি মূখ্যরসসমূহে অভিজ্ঞ	যে ভক্তিযোগ হতে সর্বতোভাবে জ্ঞান হয় (গুণাতীত ভক্তিযোগ ব্যতীত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না)
স্বরাট্	নিজ স্বরূপেই বিরাজিত	নিজ স্বরূপে স্বেচ্ছায় বিরাজিত বা পিতা নন্দ প্রভৃতি নিজজর সাথে বিরাজমান হবার জন্য	স্বয়ং নিত্য বিরাজমান	যিনি (শ্রীরাধিকা) স্বীয় কান্তের সাথে স্বাধীনকান্তার ন্যায় বিরাজমানা	যে ভক্তিযোগ সম্রাটের ন্যায় স্বতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন নন
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে	যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বা নিজ স্বতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন	সংকল্পের দ্বারাই আদিকবি ব্রহ্মার নিকট বেদ ও ব্রহ্মাত্মক বৎস ও বালকাদি প্রকাশ করেছিলেন	যিনি আদিরসের কবি ভরত মুনিকে মনের দ্বারাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আদিরসের তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন	যিনি জন্মাবধি তত্ত্বজ্ঞ শুকদেবকে পরমশ্রেষ্ঠ রাসপঞ্চাধ্যায়াত্মক শ্রীভাগবত তত্ত্ব হৃদয়ে বিস্তার করেন	নারদের হৃদয়ে সদা বর্তমান যে ভক্তিযোগ নারদের কৃপায় ব্যাসদেবের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল
মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ	এমনকি জ্ঞানীদের দ্বারাও দুর্বোধ্য	যার যোগমায়ার প্রভাবে ভব-নারদ প্রভৃতি দেবগণ বিমোহিত হন	যে তত্ত্ব প্রাকৃতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে কবিগণও মুহ্যমান হন।	যে শ্রীভাগবত হতে ভক্তগণ রসাস্বাদন জনিত আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, অথবা যাঁদের ভক্তগণও মোহিত হন। উদাঃ তেজ, জল ও মৃত্তিকাদির স্বরূপধর্ম ব্যত্যয় **	যে ভক্তিযোগে স্বতঃপ্রবেশ লাভ করতে গিয়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি অজ্ঞানতা লাভ করেছেন
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো	মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় যেমন অগ্নি, জল ও মাটিতে একটিতে আরেকটি বলে	প্রকটকালে তাঁর অপ্রাকৃত চিন্ময় বিগ্রহ মায়িক জনের নিকট মায়িক বলে বোধ হয়	যে ভগবদ রসে বাচ্য, ব্যঙ্গার্থ সমূহের অথবা ধ্বনি, গুণ ও অলঙ্কার সকলের সর্গ অর্থাৎ নির্মাণ প্রপঞ্চ সত্য হয়ে অলৌকিকত্ব হেতু চমৎকারী হয়		যে ভক্তির ব্যাপারে ত্রিগুণসৃষ্টত্ব মিথ্যা। উদাঃ ✸
যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা	ভ্রম হয় ঠিক তেমনি তাঁর চিদ্রূপকে জড় বলে ভ্রম হয়			যে রাধাকৃষ্ণের স্ব-স্ব প্রভাব হতে শক্তিত্রয়ের অবস্থান সত্য ✪	
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং	নিজ স্বরূপশক্তির দ্বারা বা স্বভক্ত নিষ্ঠ স্বানুভব-প্রভাবের দ্বারা বা মাধুর্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশক শ্রীবিগ্রহের দ্বারা সর্বদা কুতর্ক নিরস্ত করেন	মথুরা নামে আখ্যায়িত নিজ ধামের দ্বারা এবং সর্বত্র সেইসময়ে কৃপাপূর্বক দর্শিত শ্রীবিগ্রহের দ্বারা জীবসমূহের অবিদ্যা (কুহক) নিরস্ত হয়	যিনি স্বীয় অসাধারণের মাধুর্য্যাস্বাদ সাক্ষৎকাররূপ চমৎকার প্রভাবের দ্বারা জড় মীমাংসকদের কপটপতা নিরস্ত করেন	তাঁদের নিত্য সম্বন্ধহেতু যে রাধাকৃষ্ণ সকল কপটতা নিরস্ত করে নিত্য বিরাজমান,	কিন্তু স্বীয় স্বরূপপ্রভাবে অলৌকিক মাধুর্য্যময়ভাবে ভক্তগণের অনুভবনীয় হয়ে কুতার্কিকগণের কুতর্ক নিরাস করেন
সত্যং পরং ধীমহি	সেই পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানকে ধ্যান করি।	'সত্য' নামক সেই শ্রীকৃষ্ণের আমরা ধ্যান করি।	সেই সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।	আমরা তাঁদের ধ্যান করি ।	আমরা সেই ভক্তি যোগের ধ্যান (অর্থাৎ অনুশীলন করি)।

** তেজো-রূপ চন্দ্র প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শনে স্তম্ভিত হয়ে নিজের চলনধর্মে ব্যতিক্রম প্রাপ্ত হয়, মুরলী ধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণে জল স্তম্ভিত হয়ে মৃত্তিকার আকার লাভ করে এবং মৃত্তিকার মধ্যে পাষাণ প্রভৃতিও দ্রবতাবশত তারল্য ধর্ম লাভ করে।

✪ শ্রী, ভূ ও লীলা শক্তিত্রয়ের উদ্ভব, অথবা গোপী, মহিষী ও লক্ষ্মীগণের বিস্তার, কিংবা, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা।

✸ তেজোহীন, জলহীন, ধূলিহীন, দুগ্ধ যেরূপ তাদের মিলনে উষ্ণ, জলবৎ ও মলিন হয়, সেরূপ নির্গুণ ভক্তিযোগ সত্ত্ব, রজ, ও তম গুণের সাথে মিলিত হয়ে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস নামে উক্ত হয়।

📖 ১.১.২ শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য (ঐশ্বর্য্য), পরম সত্যের সংজ্ঞা, (অভিধেয়)

📖 *(সূত্র - প্রথমশ্লোকে মঙ্গলাচরণে শ্রীনারায়ণ প্রস্তাবিত হয়েছেন, তিনি গ্রন্থের সাক্ষাৎ বিষয় নাও হতে পারেন, এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য এই শ্লোকে বিষয়, তার সাধন, তার অধিকারী ও প্রয়োজন নির্দেশ করছেন।)*

📖 *এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী নির্ণীত হয়েছে।*

শ্রী ভাঃ ১.১.২ - [ব্যাসদেব]

ধর্মঃপ্রোজঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাংসতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

জড় বাসনাযুক্ত সবরকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু; সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন ? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

শ্লোক বিষয়ঃ

- **অভিধেয়**
- **বস্তুনির্দেশ**

📖 **ধর্মঃ প্রোজঝিতকৈতব** – ভুক্তিমুক্তি বাসনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ)

- প্র শব্দের দ্বারা মোক্ষাকাঙ্খাও নিরস্ত হয়েছে।

📖 **পরমঃ** - পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে

- সর্বশ্রেষ্ঠ, সুসাধ্য এবং ফলপ্রাপ্তিতেও উপাদেয় বলে শুদ্ধভক্তি-যোগরূপ অভিধেয়ই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হল।
- পর অর্থাৎ পরমাত্মা যাহা দ্বারা মাপা যায়, এমন ধর্ম; কিংবা
- পর অর্থাৎ শত্রু অর্থাৎ সংসার যার দ্বারা লয় করা যায়,

📖 **প্রকৃত ধর্ম ও কৈতব ধর্মের পার্থক্য**

অনুচ্ছেদ ১ –

- ৪ টি পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
- ধর্ম আচরণ শুরু হলেই কেবল যথার্থ মানব জীবনের শুরু হয়
- মানুষ ও পশুর পার্থক্যঃ

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ
সামান্যমেতদ্ পশুর্ভিনরাণাম্।
ধর্মোঃ হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥ (হিতোপদেশ)

অনুচ্ছেদ ২ – মানুষ ধর্ম থেকে অর্থ ও কামে অধিক আগ্রহী আর পরবর্তীতে তাতে ব্যর্থ হয়ে মোক্ষের প্রতি ধাবিত হয় কিন্তু সেটিও কামেরই রূপান্তর।

📖 **নির্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং** - যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন

- অর্থাৎ **কর্মকাণ্ডবিষয়ক** শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও এর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হয়েছে।

📖 **শ্রীমদ্ভাগবতের অধীকারী – নির্মল চিত্ত ভক্তগণ**

- শ্রীমদ্ভাগবত নির্মৎসরগণের বেদ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করতে সমর্থ, আর যারা মৎসর তারাও বারবার শ্রবণাদি আবৃত্তির দ্বারা মাৎসর্য অপগত হলে তা অনুভব করতে পারে, সামান্য প্রযত্নে তারাও ইহা জানবার যোগ্য।

অনুচ্ছেদ ৩ –

- ভগবানের ভক্তরা জড়জাগতিক ঈর্ষা থেকেই মুক্ত
- সকলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী,
- তাঁরা চেষ্টা করেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে
- তাঁরা জড়বাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন না, কেন না তাঁরা ভগবদ্ধামের দিকে এগিয়ে চলেছেন,

📖 **বাস্তব বস্তু** - ভগবানের স্বরূপ, নাম-রূপ-গুণাদি, বৈকুণ্ঠধামসমূহ, ভক্তগণ ও ভক্তি, (এসব ছাড়া অন্যসব অবাস্তব)।

- অর্থাৎ **জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক** শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও এর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪ –

- শ্রীমদ্ভাগবতের বস্তুনির্দেশ - পরমতত্ত্বের সবিশেষ ভগবান রূপ
  - পরমতত্ত্বের ৩টি রূপ
  - নির্বিশেষ < পরমাত্মা < সবিশেষ ভগবান
- শ্রীমদ্ভাগবত > কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড
- মূল তত্ত্ব এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য উভয় সম্বন্ধেই অবগত হওয়া যায়
- অনুচ্ছেদ ৫ – অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বঃ কোনকিছুই মূল তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সর্বশক্তিমান থেকে ভিন্ন

এই বাস্তব বস্তুর জ্ঞানে কি হয় ? তা বললেন –

📖 **শিবদং** – পরমানন্দদায়ক

- প্রেমের মত ভগবৎ-পার্ষদত্ব এর অনুসংহিত (নির্ধারিত) ফল, আর তাপত্রয়-বিনাশ-রূপ মোক্ষ-প্রাপ্তি এর আনুষঙ্গিক ফল।

📖 **তাপত্রয়োন্মূলনম্** - ত্রিতাপ সমূলে উৎপাটিত করে

- **আধ্যাত্মিক তাপ – মন এবং দেহজাত আধ্যাত্মিক ক্লেশ,**
  ১. মায়াবাদ, ২. ফল-ভোগবাদ।
- **আধিদৈবিক তাপ – প্রাকৃতিক বিপর্যয়জাত আধিদৈবিক ক্লেশ,**
  ১. ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা প্রদত্ত, ২. প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা প্রদত্ত
- **আধিভৌতিক তাপ – অন্য প্রাণীজনিত আধিভৌতিক ক্লেশ,**
  ১. জরায়ুজ, ২. অণ্ডজ, ৩. স্বেদজ, ৪. উদ্ভিজ।
- **ত্রিতাপ** – ('ভাগবতার্কমরীচিমালা' - শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত)
  - স্বরূপভ্রম,
  - কৃষ্ণবহির্মুখতা,
  - জড়দেহে আত্মাভিমান।

অনুচ্ছেদ ৬ –

- **এর কারণঃ** ভ্রান্তিবশত নিজেকে সব কিছুর অধীশ্বর মনে করা।
- **এর সমাধানঃ**
  - অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দিব্য চেতনার বিকাশ হয়।

- ‘জীবের যথার্থ স্বরূপে তিনি হচ্ছেন ভৃত্য’ এটি হৃদয়ঙ্গম করা।
- শ্রীমদ্ভাবতের সূচনা হচ্ছে ভগবানের চরণে শরণাগতির মাধ্যমে।

দৃষ্টান্তঃ সমকোণে নব্বইটি অংশ আছে, সমতলে দুই-সমকোণে অবস্থিত ; সেখানে যেরূপ কোণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, সেরূপ বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানে তাপত্রয়রূপ কোণের অধিষ্ঠান থাকতে পারে না। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

📖 **শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে –**

- মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন।
- মহামুনি নারায়ণ প্রথমতঃ ও সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশ করেন।
- ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-বিভুতি প্রতিপাদক বলে এই মহাপুরাণের ‘ভাগবত’ নাম সার্থক।

📖 **শ্রীমৎ** - এই বিশেষণ দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, এই গ্রন্থ শ্রুয়মান ও রমণীয় বলে এবং অর্থ পর্যালোচনা করলে অন্য গ্রন্থের চেয়ে এর মাহাত্ম্য অধিক

📖 **কিং বা পরৈঃ** - অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন ?

অনুচ্ছেদ ৭

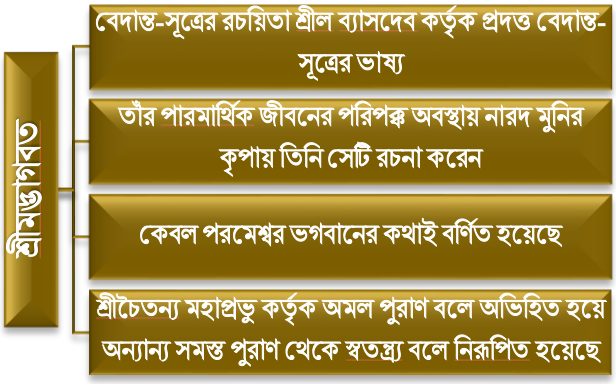

📖 **ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে** - পরমেশ্বর ভগবান অবিলম্বে হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, (অর্থাৎ তিনি আর হৃদয় থেকে নির্গমন করতে পারেন না এবং এই ঈশ্বর অবরোধ শ্রদ্ধা ব্যাতীতই সাধিত হয়। অর্থাৎ এটি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মহাবিদ্যা।)

- অর্থাৎ **বহু-ঈশ্বরপূজা প্রতিপাদক** শাস্ত্রসমূহ অপেক্ষাও এর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হয়েছে।

❋ *(সূত্রঃ তাহলে সকলেই কেন এর শ্রবণ করে না? এর উত্তর, ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা বহুপুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি বিনা উৎপন্ন হয় না। এইজন্য ‘কৃতি’ শব্দের প্রয়োগ।)*

কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ - কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন (অর্থাৎ দুষ্কৃতিগণ বহু বিলম্বে ভগবানকে লাভ করেন।)

- এখানে ‘কৃতি’ ও ‘সদ্যঃ’ এই দুটি পদে অকৃতিগণ কিছু বিলম্বে লাভ করেন জানা যায়।

শ্রবণেচ্ছুক – অর্থাৎ শ্রবণ করার ইচ্ছা মাত্র করেছে, এখনও শ্রবণ করে নি। ভগবান তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে আবরুদ্ধ হন। অর্থাৎ শ্রীভাগবত অনুশীলনের দ্বারা সেইক্ষণ হতে আরম্ভ করে তাঁদের শ্রবণের ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং শ্রদ্ধার পূর্ব হতেই শ্রবণ করতে থাকলে প্রেম উৎপন্ন হয়, আর কেউ যদি শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করেন, তাঁদের তো কথাই নেই। (সা.দ)

📖 **শুশ্রূষু**

অনুচ্ছেদ ৮ – শ্রবণ পন্থা

যথার্থভাবে এই জ্ঞান আহরণ করা সম্বন্ধে ‘শুশ্রূষু’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুকূল ভাবঃ

- পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার যথার্থ পন্থা হচ্ছে **শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রবণ**।
- এই অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করার জন্য **ঐকান্তিকভাবে উৎকণ্ঠিত** হতে হবে।
- **নিষ্ঠাভরে তা শ্রবণ** করাই হচ্ছে এই জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক যোগ্যতা।

প্রতিকূল ভাবঃ

- উদ্ধত ভাবসম্পন্ন হলে এই অপ্রাকৃত বাণী হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।
- পেশাদারি ভাগবত পাঠকদের শুরুতেই ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ এবং গোপনীয় লীলাবিলাসের আলোচনা। (অনুচ্ছেদ ৯)

এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু তার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন।

বেদে নির্দেশিত পারমার্থিক উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে উন্নীত না হয়েও, কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের এই জ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমেই কেবল সরাসরিভাবে পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। (অনুচ্ছেদ ৯)

অত্র – এই শ্লোকে ‘অত্র’ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে

- ১ম **‘অত্র’** – এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই ঈশ্বর অবরুদ্ধ হন, অন্য শাস্ত্র অনুশীলনে হন না।
- ২য় **‘অত্র’** – এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই বাস্তব বস্তুকে জানা যায়, অন্য শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় না।
- ৩য় **‘অত্র’** - এই শ্রীভাগবতের অনুশীলনেই অকৈতব ধর্ম নিরূপিত হয়েছে, অন্য শাস্ত্রে হয় নি। (এর দ্বারা অন্যান্য যোগের নিষেধ করা হয়েছে)

📖 **চৈতন্য চরিতামৃত -**

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে ‘কৈতব’।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥
তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম॥
(চৈ.চ. আদি ১ম পরিচ্ছেদ, ৯০,৯২,৯৪)
‘দুঃসঙ্গ’ কহিয়ে- ‘কৈতব’ ‘আত্মবঞ্চনা’।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা॥
‘প্র’-শব্দে—মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান
এই শ্লোকে শ্রীধর-স্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥
(চৈ.চ. মধ্য ২৪.৯৯, ১০১)
কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ’ শ্রী-ভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
(চৈ.চ. মধ্য ২৫.১৫০)

*** জগতে ঔপাধিক বাক্যসমূহ শ্রবণ করবার বিশেষ সুযোগ আছে, কিন্তু হরিকথার বিষম দুর্ভিক্ষ। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

📖 ১.১.৩ শ্রীমদ্ভাগবতের মাধুর্য্য (প্রয়োজন)

❋ (সূত্রঃ এইরূপ শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বর-বশীকারী প্রভৃতি প্রভাবময় ঐশ্বর্য্য বলে এখন মাধুর্য্যের কথা বলছেন)

শ্রী ভাঃ ১.১.৩ – [ব্যাসদেব]

নিগমকল্পতরোরগলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যদিও এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

শ্লোক বিষয়ঃ

- **প্রয়োজন**
- **আশির্বাদ**

নিগম – সকল সাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন বা প্রকটন হয়েছে যাহা হতে, তাই হল নিগম বা বেদ।

গলিত – বৃক্ষেই পক্ক হয়ে স্বয়ংই পতিত হয়েছে, কিন্তু কেউ বলপূর্বক পাতিত করে নি।

পিবত – ফল্কে ভক্ষণ করতে না বলে পান করতে বলা হল কেন? উত্তরে বলছেন, আম প্রভৃতি ফলের ন্যায় খোসা, আঁটি প্রভৃতি হেয় অংশ না থাকায় সমস্ত ফলটিই পান করুন।

লয় – রস আস্বাদন জনিত অষ্টম সাত্ত্বিক ভাব প্রলয়, সেই পর্য্যন্ত পান করুন। অর্থাৎ এই ফল পানের দ্বারা স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। সেই প্রলয় দশাতে পানের অস্পষ্টতা হেতু যদিও বিরাম হয়, তাহলেও পুনরায় প্রবুদ্ধ হলে আবার প্রলয় পর্য্যন্ত পান করুন, কিন্তু পরিত্যাগ করবেন না। (এজন্য 'মুহুঃ' পদটি ব্যবহার হয়েছে)।

শ্রীল প্রভুপাদ-কৃত তাৎপর্য

(অনুচ্ছেদ ১)

★ পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সর্বোত্তম। কারণঃ
  - ★ এই গ্রন্থে যে জ্ঞান বিতরণ করা হয়েছে তা সব রকমের জাগতিক কার্যকলাপ এবং পার্থিব জ্ঞানের অতীত।

★ এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবত কেবল উন্নত জ্ঞান-সমন্বিত শাস্ত্রই নয়, তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল। পক্ষান্তরে বলা যায় এটি হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার।

★ শ্রবণ পন্থাঃ এই সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে ধৈর্য এবং বিনয় সহকারে তা শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করা উচিত।

(অনুচ্ছেদ ২)

✍ বেদকে কল্পবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেন না তাতে মানুষের জ্ঞাতব্য সমস্ত জ্ঞান রয়েছে।
  - ❋ শারীরিক জ্ঞান
  - ❋ মানসিক জ্ঞান
  - ❋ আধ্যাত্মিক জ্ঞান

✍ বিধিবদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবকে ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করা হয় এবং সর্বোচ্চ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত দিব্য আনন্দ বা রসের আধার পরমেশ্বর ভগবানকে জানা।

রসতত্ত্ব

📖 **সংজ্ঞাঃ**

এই জড় জগতের প্রথম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই ইন্দ্রিয়ানুভূতি-প্রসূত অন্য কোন রকম সুখ আস্বাদন করতে চায়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখগুলিকে বলা হয় রস।

📖 **প্রকারভেদঃ** বৈদিক শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বারোটি রসের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

মুখ্যঃ	গৌণঃ
১) শান্ত, ২) দাস্য, ৩) সখ্য, ৪) বাৎসল্য, ৫) মাধুর্য।	১) রৌদ্র, ২) অদ্ভুত, ৩)হাস্য, ৪) বীর, ৫) করুণ, ৬) বীভৎস, ৭) ভয়ানক।

📖 **রসের পাত্রঃ** (অনুচ্ছেদ ৪)

✍ **বিজাতীয়ে রস বিনিময় অসম্ভবঃ**

এই সমস্ত রসগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের অথবা পশুর সঙ্গে পশুর মধ্যে দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে অন্য কোন জীবের এই ধরনের বিনিময়ের সম্ভাবনা নেই। রসের বিনিময় স্বজাতির মধ্যেই হয়ে থাকে।

✍ **স্বজাতীয়ঃ**

গুণগতভাবে জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের স্বজাতীয়। তাই চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের রস-বিনিময় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।

📖 **রসের উৎসঃ** (অনুচ্ছেদ ৫)

❋ পরমেশ্বর ভগবান - রসো বৈ সঃ (শ্রুতি মন্ত্রে)

📖 **রসের পূর্ণ অনুভূতিঃ** (অনুচ্ছেদ ৬)

✍ শ্রুতি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে কোন বিশেষ রসে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

✍ মুক্ত অবস্থাতেই কেবল জীবের স্বরূপগত রস পূর্ণরূপে অনুভূত হয়।

📖 **রসের বিকৃত প্রতিফলনঃ** (অনুচ্ছেদ ৭)

✍ জড় জগতে যে রস আস্বাদিত হয়ে থাকে তা প্রকৃত রসের বিকৃত প্রতিফলন এবং অনিত্য।

✍ জড় জগতে রসের যে প্রকাশ দেখা যায় তা হচ্ছে চিন্ময় রসগুলির জড়জাগতিক রূপ-তা প্রকৃত রস নয়।

📖 **রসের গুরুত্বঃ**

✍ তাই যিনি এই সমস্ত রসগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত হয়েছেন, **যা হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মৌলিক অনুপ্রেরণা**, তিনি বুঝতে পারেন কিভাবে প্রকৃত রসগুলি জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

✍ যাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা তাঁদের চিন্ময় স্বরূপে যথার্থ রস আস্বাদন করার প্রয়াস করেন।

📖 **রস সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলঃ** (অনুচ্ছেদ ৭)

- অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন আধ্যাত্মবাদীরা যেহেতু বিভিন্ন রস সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তির উর্ধ্বে অগ্রসর হতে পারেন না।

📖 **সুপক্ক ফল ভাগবত আস্বাদনের পূর্বশর্তঃ** (অনুচ্ছেদ ৮)

- এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবত যেহেতু বৈদিক জ্ঞানের সুপক্ক ফল, তাই তা মুক্ত অবস্থাতেই আস্বাদন করা যায়।
- **শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তঃ** শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে এই অপ্রাকৃত শাস্ত্র শ্রবণ করার ফলে হৃদয় ভরে এই পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা যায়।
  - শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে এই বিষয়টি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, যে কোনও নিষ্ঠাবান শ্রোতা যদি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করতে পারেন, যা হচ্ছে জড়জাগতিক রস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (অনুচ্ছেদ ১১)
- তবে যথার্থ বক্তার কাছ থেকে এই বাণী শ্রবণ করতে হবে – যার-তার কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে চলবে না।
- যথার্থ গুরুপরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়।
  - নারদ মুনি → ব্যাসদেব → শুকদেব → পরীক্ষিৎ

📖 **পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস বদ্ধ জীবদের থেকে মুক্ত পুরুষদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করেঃ**

- উদাহরণঃ শুকদেব গোস্বামী
- জন্মের পূর্বে থেকেই মুক্ত পুরুষ ছিলেন।
- জন্মের পর তাঁকে কোন রকম পারমার্থিক শিক্ষালাভের সংস্কার করতে হয় নি।
- জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত।

কিন্তু তথাপি তিনি বৈদিক শ্লোকে বন্দিত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

📖 **ভগবানের সবিশেষত্ব প্রতিপাদনঃ**

- সেই পরমেশ্বর ভগবান অবশ্য নির্বিশেষ বা নিরাকার নন, কেন না রস আস্বাদন করা কেবল সবিশেষ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

(অনুচ্ছেদ ৯)

📖 **সর্বাকর্ষক শ্রীমদ্ভাগবতঃ**

- পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে,
- শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন।
- এইভাবে সেই বিষয়টি সকলকেই এমন কি ব্রহ্ম-জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার প্রয়াসী মুমুক্ষুদেরও আকৃষ্ট করে।

📖 **শুকমুখাৎ** - পরম উর্দ্ধচূড়া শ্রীনারায়ণ → ব্রহ্ম-শাখা → নারদ-শাখা → ব্যাস-শাখা → শুক-মুখ → সূত প্রভৃতি শাখা (ধীরে ধীরে পতনের ফলে অখণ্ডিত আছে)।

- শুকই নিজের চঞ্চুর দ্বারা অমৃত নিষ্ক্রামণের জন্য দ্বার করে দিয়েছেন, সে জন্য তা আরও রসাল হয়েছে।

****(সেজন্য গুরুপরম্পরা ব্যতীত নিজ বুদ্ধিবলে শ্রীভাগবতের আস্বাদনে প্রবৃত্ত হলে আংশিক পানাসক্তি সূচিত করে।)**

(অনুচ্ছেদ ১০)

শুকমুখাৎঃ সংস্কৃত ভাষায় টিয়া পাখিকে বলা হয় শুক। এই শুক পক্ষী যখন তার রক্তিম চঞ্চু দিয়ে কোন পক্ক ফলের স্বাদ গ্রহণ করে, তখন সেই ফল আরও মধুর হয়ে ওঠে। বৈদিক কল্পবৃক্ষের এই সুপক্ক ফল তেমনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে আরও মধুর হয়ে উঠেছে।

শুকদেব গোস্বামীর বিশেষ যোগ্যতাঃ শুকদেব গোস্বামী তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত শ্রীমদ্ভাগবত যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারেন বলে তাঁকে শুক পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয় নি, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উপযুক্ত করে তা প্রদান করার যোগ্যতার জন্যই তাঁকে শুক পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

📖 **পরম্পরা ধারায় ভাগবতের অবতরণঃ** (অনুচ্ছেদ ১১)

- এই সুপক্ক ফলটি অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ লোক কৃষ্ণলোক থেকে হঠাৎ পতিত হয় নি। পক্ষান্তরে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে এবং অক্ষতভাবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।
- শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্তরে স্তরে এই পারমার্থিক তত্ত্ব উন্মোচন করেছেন।
- যে সমস্ত মূর্খ মানুষ পারমার্থিক পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ না করে পারমার্থিক জগতে সর্বোচ্চ রস রাসলীলার তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।
- ভাগবত-সম্প্রদায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছ থেকে।
- পেশাদারি ভাগবত-পাঠকদের ভাগবত পাঠ কখনই শোনা উচিত নয়।
- **তাদের দোষঃ** এই ধরনের মানুষেরা সাধারণত শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব স্তরে স্তরে হৃদয়ঙ্গম না করে সরাসরি শ্রীমদ্ভাগবতের সবচাইতে গোপনীয় বিষয়টি (রাসলীলা) নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে।
- **এর প্রভাবঃ** কিছু কিছু মানুষ ভগবানের এই লীলা-বিলাসকে অশ্লীল বলে মনে করে, আর কিছু লোক তাদের মূর্খ ভাষ্যের দ্বারা তা ঢাকবার চেষ্টা করে।
- শ্রীমদ্ভাগবত এত সাবধানতার সঙ্গে প্রদান করা হয়েছে যে, ঐকান্তিক এবং নিষ্ঠাবান শ্রোতা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির শ্রীমুখ থেকে এই অমৃতময় রস পান করার ফলে তৎক্ষণাৎ বৈদিক জ্ঞানের সুপক্ক ফল আস্বাদন করতে পারেন। (অনুচ্ছেদ ১২)